জনসংযোগ কার্যালয়
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা, বাংলাদেশ
ফোন: ০২২২৪৪৯১০৪৫-৫১ ফ্যাক্স:০২২২৪৪৯১০৫২
ওয়েবসাইট: www.juniv.edu

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালিত

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ১২ জানুয়ারি ২০২২।

আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালিত হয়েছে। সকাল দশটায় বিজনেস স্টাডিজ চত্বরে বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়। এসময় অনলাইনে যুক্ত হয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের উদ্বোধনী ভাষণে ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শহিদ, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে হত্যাকাণ্ডে বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল শহিদদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের শুভেচ্ছা জানান। উপাচার্য জাহাঙ্গীরনগ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৫১ বছরের অর্জন তুলে ধরে উপাচার্য বলেন, জ্ঞান চর্চার তীর্থস্থান জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বিগত সময়ে অনেক কৃতি শিক্ষক-শিক্ষার্থী পেয়েছে এবং অনেককে আবার হারিয়েছেও। জ্ঞান-বিজ্ঞানে যাঁরা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি করেছেন, উপাচার্য তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। উপাচার্য বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ হলো জ্ঞান জাগ্রত রাখা। এই জ্ঞান চর্চার মধ্যদিয়ে দেশ, জাতি এবং বিশ্বের জন্য কাজ করতে হবে। প্রত্যেককে শিক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি মানবিক মানুষ হতে হবে। উপাচার্য বলেন, বিগত ৫ দশকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, গবেষণা ও ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে। এই উন্নয়নকে উচ্চ মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রায় সাড়ে ১৪শ কোটি টাকার অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছেন। এই উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবয়ব আমুল বদলে যাবে। শিক্ষা ও গবেষণার নতুন সুযোগ সৃষ্টিসহ বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ণ আবাসিক চরিত্র ফিরে পাবে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন দানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি উপাচার্য গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নতুন স্বপ্ন ও নতুন লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার আহবান জানান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মো. নূরুল আলম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পতাকা উত্তোলন করেন উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক শেখ মো. মনজুরুল হক। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার রহিমা কানিজ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর অনলাইন জুম আইডি এবং জনসংযোগ অফিসের ফেসবুকে সকাল দশটা ৪০ মিনিটে শিক্ষার্থী কল্যাণ ও পরামর্শদান কেন্দ্রের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়। বেলা এগারোটা ৫ মিনিটে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, এগারোটা ৩৫ মিনিটে একক পরিবেশনা, এগারোটা ৫০ মিনিটে রঙ্গন-মাইম একাডেমি পরিবেশিত মূকাভিনয়, বারোটা ১০ মিনিটে বাংলাদেশের পুতুলনাট্য গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রের পরিবেশনায় পুতুল নাট্য প্রচার করা হয়।

উল্লেখ্য, সারা বিশ্বে এবং বাংলাদেশসহ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় তার বিস্তার ও নতুন ভ্যারিয়েন্ট অমিক্রন প্রতিরোধের লক্ষ্যে সতর্কতা এবং সকল মূল্যবান জীবন সুরক্ষার জন্য সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের অনুষ্ঠান অনলাইনে সম্প্রচারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

স্মর্তব্য যে, ১৯৭০-১৯৭১ শিক্ষাবর্ষে ৪ জানুয়ারি অর্থনীতি, ভূগোল, গণিত ও পরিসংখ্যান-এই চারটি বিভাগে ভর্তিকৃত (প্রথম ব্যাচে) ১৫০জন ছাত্র নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হলেও ১৯৭১ সালের ১২ জানুয়ারি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর রিয়ার অ্যাডমিরাল এস এম আহসান এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভ উদ্বোধন করেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য ছিলেন বিশিষ্ট রসায়নবিদ অধ্যাপক ড. মফিজ উদ্দিন আহমদ।

মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, পিএইচ.ডি
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)